দৈনিক ইত্তেফাক

17 JUL 2008

১৫

সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী, এমএ হাশেম
৩টি মামলা বাতিল আবেদনের ওপর শুনানি
আবেদনকারিগণের পক্ষে মামলা পরিচালনা করে
হক। দুদকের পক্ষে ছিলেন এডভোকেট মোয়াজ্জে

কুড়িগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষকরা বেতনের চেক বন্ধক রেখে ঋণ নিচ্ছেন

'সামান্য বেতনে সংসার চলে না'

॥ বিবিসি ॥

বাংলাদেশে কৃষকরা দুঃসময়ে মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে নিঃস্ব হন। এই কাহিনী নতুন নয়। কিন্তু এখন অভাবের তাড়নায় মহাজনদের দ্বারস্থ হচ্ছেন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরাও। উত্তরাঞ্চলীয় জেলা কুড়িগ্রামের অনেক স্কুল শিক্ষক বলেছেন, তারা যে সামান্য বেতন পান তাতে সংসার চলে না। এদের অনেকেই তাই মাসিক বেতনের চেক বন্ধক রেখে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিচ্ছেন।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক ও একজন প্রধান শিক্ষকের সব মিলিয়ে বেতন দাঁড়ায় ৪ হাজার ৫শ' থেকে ৫ হাজার ৫শ' টাকা। এই বেতনে তারা সংসার চালাতে পারছেন না।

একজন শিক্ষক বলেন, আমি যে বেতন পাই তাতে সংসার চলে না। এক কথায় আমরা হত দরিদ্রের মতো খেয়ে না খেয়ে জীবনযাপন করছি। অপর এক শিক্ষক বলেন, এখন যে অবস্থা তাতে কোনভাবেই চলে না। এই বেতন দিয়ে অর্ধমাস তো দূরের কথা এক সপ্তাহও চলে না।

উক্ত দুইজন শিক্ষক কুড়িগ্রাম জেলা শহরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাদের মধ্যে একজন মাহবুবুল ইসলাম জানান, এখানকার শিক্ষকরা নিয়মিত ঋণ নিয়ে সংসার চালাচ্ছেন। এতে করে তারা পড়ে যাচ্ছেন দাদন ব্যবসায়ীদের খপ্পরে। ঋণ নেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এক হাজার টাকা যদি আমি ঋণ গ্রহণ করি তাহলে মাস শেষে আমাকে বেতন তুলে দিতে হবে এক (১৫শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)